

আমি কি তোমাদেরকে এমন বয়স দান করিনি

যাতে কেউ উপদেশ গ্রহন করতে চাইলে

উপদেশ গ্রহন করতে পারত?

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। আজকের আলোচনার বিষয়, “আমি কি তোমাদেরকে এমন বয়স দান করিনি, যাতে কেউ উপদেশ গ্রহণ করতে চাইলে উপদেশ গ্রহণ করতে পারত?”

পবিত্র কুরআনের ইরশাদ হচ্ছেঃ সূরা ৩৫, ফাতির, আয়াতঃ ৩৭

☆ أَوْلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمْ
النَّذِيرُ

অর্থঃ (আল্লাহ বলবেন) “আমি কি তোমাদেরকে এমন বয়স দান করিনি, যাতে কেউ

উপদেশ গ্রহণ করতে চাইলে উপদেশ গ্রহণ করতে পারত” ।

এই আয়াতের আগের অংশঃ “যখন জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, তারা আতর্নাদ করে বলবে, ‘হে আমার রব, আমাদেরকে নিষ্কৃতি দিন। আমরা সৎ কাজ করব। পূর্বে যা করতাম তা করবো না’।” - এ ধরনের অনেক আয়াত পবিত্র কুরআন মজিদে রয়েছে, ২০/৭৪, ৪৩/৭৭, ৪৩/৭৪-৭৫, ১৭/৯৭, ৭৮/৩০, ৪০/১১-১২, ৬৭/৮-৯ ; ইত্যাদি।

একটি হাদিসঃ আহমদ ২/২৭৫ঃ “হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা যে বান্দাকে এতদিন জীবিত রেখেছেন যে, তার বয়স ৬০ অথবা ৭০ বছরে পৌঁছে গেছে, আল্লাহর কাছে তার কোন ওষর চলবে না। আল্লাহর কাছে তার কোন ওষর চলবে না।”

আরেকটি হাদিসঃ বুখারী ৬৪১৯, আহমদ ৭৬৫৬ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেছেন, আল্লাহ তা’আলা যে ব্যক্তির মৃত্যুকে ৬০ বছর পর্যন্ত পিছিয়ে দিয়েছেন, তার ওষর আল্লাহ কেটে দিয়েছেন।

বেশি বয়সে বেশি বেশি ইবাদত করা, ক্ষমা চাওয়া, তাওবা করা, আল্লাহর প্রশংসা করা

একটি হাদিসঃ বুখারী ৪৯৬৭, মুসলিম ৪৮৪, নাসাই ১০৪৭, আবু দাউদ ৮৭৭, আহমদ ২৩৫৪ এ “হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এর উপর যখন **إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ** সূরা অবতীর্ণ হয়, তারপর থেকে তিনি

প্রত্যেক সালাতেই “সুবহানাকা রাব্বানা ওয়া বিহামদিকা, আল্লাহুম্মাগফিরলি” অবশ্যই বলতেন।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আসুন, ৬০ বছর বয়স হওয়ার পূর্বেই আমরা উপদেশ গ্রহণ করি, শেষ বয়সে ইচ্ছা থাকলেও ইবাদত করা যায় না। কারণ, বিভিন্ন রোগ তখন শরীরে বাসা বাঁধে। আমরা কোরআন পড়ি, কোরআন ও সুন্নাহ বুঝি এবং সে মোতাবেক আমল করি।

আমিন

আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।